দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

05

# সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পাঠাগার অর্ধেকই ভুয়া, অস্তিত্বহীন

।। সালাম জুবায়ের ।। সারাদেশে সাধারণ পাঠাগারগুলোর জন্য সরকার যে অনুদান দেয় তার বেশিরভাগই ভুয়া এবং অস্তিত্বহীন পাঠাগারের নামে একশ্রেণীর প্রভাবশালী লোক আত্মসাৎ করছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক জরিপে এই তথ্য পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সম্প্রতি এই জরিপ সম্পন্ন করেছে। এ জন্য খরচ হয়েছে ৬ লাখ টাকা। সরকার স্বাধীনতার পর থেকেই সারাদেশের সাধারণ পাঠাগারগুলোকে অর্থ অনুদান দেয়ার নীতি গ্রহণ করে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিভিন্ন পাঠাগার থেকে আবেদনপত্র আহ্বান এবং তা বাছাই করে অনুদান দেয়ার দায়িত্ব ছিল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এই অনুদান বিতরণে যথেচ্ছ দুর্নীতি করায় ১৯৮৬ সালে এই দায়িত্ব দেয়া হয় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে। কিন্তু গ্রন্থকেন্দ্রও এ ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি করে। বরং ভুয়া পাঠাগারের নামে অনুদান দেয়া আরো বেড়ে যায়। মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তাও এ দুর্নীতির সাথে জড়িত আছেন বলে অভিযোগ ওঠে। কারণ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কোন্ পাঠাগারকে অনুদান দেবে তা ঠিক করে দেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। যে পাঠাগারকে অনুদান দেয়া হচ্ছে সেটির অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা তা খোঁজ নেয়ার দায়িত্ব গ্রন্থকেন্দ্রকে দেয়া হয়নি। যিনিই গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হতেন তিনি শুধু মন্ত্রণালয়ের নির্দেশই পালন করতেন। যে পাঠাগার অনুদান পেত তার একজন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে এসে গ্রন্থকেন্দ্র থেকে অনুদানের টাকা নিয়ে যেতেন। এই টাকা সঠিক ব্যক্তি গ্রহণ করলেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হতো না। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এমনকি পিয়নও পাঠাগারের নামে প্যাড ছাপিয়ে অনুদানের জন্য আবেদন করত এবং পেতও। ১৯৯৩ সালের মে মাসে গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক বদল করা হয়। নতুন পরিচালক কয়েকটি অভিযোগ পেয়ে নিজে পরিদর্শন করে ভুয়া পাঠাগারের সন্ধান পান। তখন মন্ত্রণালয় নিয়ম করে যে, যে সব পাঠাগার অনুদান পাবে তাদের টাকা উঠানোর সময় স্থানীয় ডিসি বা টিএনও'র কাজ থেকে চিঠি নিয়ে আসতে হবে। এই নিয়মের ফলে আগে অনুদান নিয়েছে এমন পাঠাগারগুলোর ৩০ ভাগ আর অনুদান নিতে আসেনি। এতে বেশকিছু পাঠাগার যে ভুয়া তা প্রমাণিত হয়। এরপর মন্ত্রণালয় সারাদেশে পাঠাগার-গুলোতে জরিপ করার দায়িত্ব দেয় গ্রন্থকেন্দ্রকে। ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সারাদেশে পাঠাগার জরিপ কাজে ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রকে নিয়োগ করে। তারা গ্রন্থকেন্দ্রের অনুদানের তালিকা ধরে প্রতিটি পাঠাগারের ঠিকানায় উপস্থিত হয়। প্রায় ৪ পাঠাগার ঃ পৃঃ ১০ কঃ ৩

## পাঠাগার ঃ ভুয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাস খোঁজাখুঁজি করে অনুদানপ্রাপ্ত প্রায় অর্ধেক পাঠাগার ভুয়া প্রমাণিত হয়। কোন কোন গ্রামে গত ২০ বছর ধরে কোন পাঠাগার ছিল বলে কেউ দেখেনি-শোনেনি। কিন্তু সে-পাঠাগার সরকারের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা অনুদান নিয়েছে। সরকারের কাছ থেকে অনুদান পায় সারাদেশে এমন পাঠাগারের সংখ্যা প্রায় ১৫শ'। জরিপকর্মীরা এছাড়া আরো ৫শ' পাঠাগারের নাম খুঁজে পায় বিভিন্ন সূত্র থেকে। সব মিলিয়ে দু'হাজার পাঠাগারের ওপর জরিপ চালানো হয়। সবশেষে ৮৬৬টি পাঠাগারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি পাঠাগারই ভুয়া। ১৯৮৬ সালে দায়িত্ব পাওয়ার পর গ্রন্থকেন্দ্র দেশের পাঠাগারগুলোকে কত টাকা অনুদান দিয়েছে তার যথার্থ হিসাব গ্রন্থকেন্দ্রের নেই। এক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি হয়েছে, যা পরে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। পাঠাগারগুলোকে অনুদান দেয়ার জন্য সরকার ১৯৯১-৯২ সালে ৫৩ দশমিক ৪৬ লাখ, ১৯৯২-৯৩ সালে ৫৮ লাখ, ১৯৯৩-৯৪ সালে ৬০ লাখ টাকা দিয়েছে। '৯৪-৯৫ অর্থবছরে ৬৪ লাখ টাকা দেয়ার কথা; কিন্তু বছরের ৯ মাস কেটে গেলেও কোন টাকা দেয়া হয়নি। আগের দু'বছরে সরকার প্রদত্ত অনুদানের টাকাও এখন পর্যন্ত বিতরণ করা সম্পন্ন হয়নি। '৯২-৯৩ বছরে ৬৭ ভাগ এবং '৯৩-৯৪ বছরে মাত্র ৫৭ ভাগ অনুদান বিতরণ করতে পেরেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।